মেহেরপুরে আওয়ামী লীগের ৬ জনসহ ১১ জন গ্রেফতার

মেহেরপুরে পুলিশের পৃথক অভিযানে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন এবং জামায়াত নেতার বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়ার মামলায় আওয়ামী লীগের ৬ নেতাকর্মীসহ ১১ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

গ্রেফতারকৃত আওয়ামী লীগ নেতারা হলেন গাংনী উপজেলার চাঁদপুর গ্রামের মৃত রহমানের ছেলে আব্বাছ আলী, বাঁথানপাড়া গ্রামের আব্দুল গনির ছেলে রাশিদুল ইসলাম, বাহার আলীর ছেলে কাজল হোসেন, গাংনী ইদ্রিস আলীর ছেলে থানাপাড়ার জসিম উদ্দিন, সদর উপজেলার শ্যামপুর গ্রামের আবুল খয়েরের ছেলে ইমদাদুল হক এবং আবুল হাসেমের ছেলে বজলুর রহমান।

গ্রেফতারকৃতদের বিরুদ্ধে গাংনী থানায় বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মামলা এবং মেহেরপুর জেলা জামায়াতে ইসলামীর সাবেক আমীর ছমির উদ্দিনের বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়ার মামলা রয়েছে।

এছাড়া গাংনী থানা পুলিশের অপর অভিযানে গাংনী উপজেলার গাঁড়াডোব গ্রামের সিরাজুল ইসলামের ছেলে রবিউল ইসলাম এবং বিশারথ হোসেনের ছেলে বিপ্লব হোসেনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

র্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব-১২) সিপিসি মেহেরপুর ক্যাম্পের মাদক বিরোধী অভিযানে ৯০ পিচ ইয়াবাসহ মিজানুর রহমানকে আটক করেছে।

এছাড়া মুজিবনগর থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে বাগোয়ান গ্রামের আব্দুল হান্নানের ছেলে রবিউল ইসলাম ময়নাকে একটি মামলায় গ্রেফতার করেছে।

বুধবার দিবাগত রাতের বিভিন্ন সময়ে গাংনী থানা পুলিশ ও সদর থানা পুলিশের পৃথক অভিযানে আওয়ামী লীগের এসব নেতাকর্মী গ্রেফতার হন। একই সময়ে মাদকসহ অন্যান্য মামলায় ৫ আসামি গ্রেফতার করা হয়েছে।

গ্রেফতারকৃতদের বিরুদ্ধে জেলা জামায়াতের সাবেক আমিরের বাড়ি ঘরে হামলা, অগ্নিসংযোগ এবং গাংনী থানায় বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের দায়ের করা মামলা রয়েছে।

মেহেরপুর পুলিশ সুপার মাকসুদা আক্তার খানম পিপিএম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে গ্রেফতারকৃতদের আদালতে নিয়ে যাওয়া হলে তাদের জেল হাজতে প্রেরণের আদেশ দেন বিজ্ঞ বিচারক।

মেহেরপুরে আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধের দাবী ও ফিলিস্তিনে হামলার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল

মেহেরপুরে আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধের দাবিতে ও ফিলিস্তিনে ইসরায়েলের বর্বরোচিত হামলার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল হয়েছে।

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন ও জাতীয় নাগরিক কমিটির আয়োজনে শনিবার বেলা সাড়ে ১২ টার দিকে মিছিলটি প্রেসক্লাবের সামনে থেকে শুরু হয়ে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে গিয়ে শেষ হয়। মিছিল শেষে সমাবেশ অনুষ্টিত হয়।

সমাবেশে বক্তব্য দেন, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের জেলা আহ্বায়ক ইমতিয়াজ আহমেদ, সদস্য সচিব মো: মুজাহিদুল ইসলাম, জাতীয় নাগরিক কমিটির মেহেরপুরের প্রতিনিধি মো: হাসনাত জামান সৈকত, খন্দকার মুইজ উদ্দিন, গাংনীর প্রতিনিধি আমির হামজা।

এসময় জাতীয় নাগরিক কমিটি ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের জেলার সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মুজিবনগরে পুলিশের অভিযানে আওয়ামী লীগ নেতা গ্রেফতার

মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর থানা পুলিশের বিশেষ অভিযানে একজন আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

গতকাল সোমবার রাত সাড়ে ৭ টার দিকে মুজিবনগরের বাগোয়ান ইউনিয়ন এলাকায় মুজিবনগর থানার এসআই (নিঃ) মোঃ আশরাফুল ইসলাম সংগীয় ফোর্সসহ বিশেষ অভিযান পরিচালনা করেন।

অভিযানে বাগোয়ান ইউনিয়নের ৫ নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোঃ রুহুল আমিন মোল্লার ছেলে মোঃ খায়রুজ্জামান লাভলুকে গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারকৃত আসামিকে বিজ্ঞ আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সম্পাদকসহ গ্রেফতার ৫

গত ২৪ ঘন্টার অপারেশন ডেভিল হান্টে গাংনী উপজেলার সাহারবাটি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তৌহিদ মূর্শেদ অতুলসহ মেহেরপুর জেলায় ৫ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

এদের মধ্যে গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার হয়েছেন সাহারবাটি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও মেহেরপুর জেলা পরিষদের সাবেক প্যানেল চেয়ারম্যান তৌহিদ মূর্শেদ অতুল, সদর উপজেলার শিংহাটি গ্রামের আওয়ামী লীগের সভাপতি মানারুল ইসলাম রয়েছেন।

গতকাল সোমবার দিবাগত রাতের বিভিন্ন সময়ে ও আজ মঙ্গলবার (২৫ ফেব্রুয়ারি) ভোররাত পর্যন্ত জেলা পুলিশের পৃথক দল পৃথকভাবে অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেফতার করেন।

এছাড়া সদর থানা পুলিশ ৩ ও মুজিবনগর থানা পুলিশের অভিযানে এক আসামি গ্রেফতার হয়েছেন।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল, সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ মেসবাহ উদ্দিন ও মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মিজানুর রহমান এই অভিযানে নেতৃত্ব দেন।

মেহেরপুর পুলিশ সুপার মাকসুদা আক্তার খানম পিপিএম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

মঙ্গলবার (২৫ ফেব্রুয়ারি) বেলা ১১ টার দিকে গ্রেফতারকৃতদের আদালতে নেয়া হবে বলে জানান এসপি।

মেহেরপুরে আওয়ামী লীগের তিন নেতা গ্রেফতার

অপারেশন ডেভিল হান্টে মুজিবনগর থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মান্নান (৬০), গাংনী উপজেলার কাজিপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি ও আড়পাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আব্দুর রউফ স্বপন মাস্টারসহ তিন আওয়ামী লীগের নেতাকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার দুপুরের দিকে আব্দুর রউফ স্বপন মাস্টারকে ও আব্দুল মান্নানকে তাদের নিজ বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে পুলিশের পৃথক টিম।

গ্রেফতারকৃত আব্দুল মান্নান মুজিবনগর উপজেলার গোপালনগর গ্রামের এলাহী বকসের ছেলে ও কাজিপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি আব্দুর রউফ স্বপন কাজিপুর গ্রামের হালশানা পাড়ার গিয়াস উদ্দীন মেম্বরের ছেলে ও আড়পাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। অপর আটককৃত হলেন, গাংনী পৌর আওয়ামী লীগের ২ নং ওয়ার্ড শিশিরপাড়া গ্রাম আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল ও মুজিনগর

থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মিজানুর রহমান এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

ওসি বানী ইসরাইল ও মিজানুর রহমান জানান, গ্রেফতারকৃতদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস দমণ আইনে পৃথক মামলা রয়েছে। বৃহস্পতিবার বিকালের দিকে তাদের আদালতে নেওয়া হবে।

মেহেরপুরে আওয়ামী লীগের ৭ নেতাকর্মী গ্রেফতার

চলতি অপারেশন ডেভিল হান্টে গত ২৪ ঘন্টায় মেহেরপুরে আওয়ামী লীগ, যুবলীগ ও তাঁতী লীগের ৭ জন নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করেছে আইনশৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী।

এদের মধ্যে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের অভিযানে ৩ জন, গাংনী থানা পুলিশ ২ জন ও মুজিবনগর থানা পুলিশ ২ জনকে গ্রেফতার করেছেন।

মেহেরপুর পুলিশ সুপার মকসুদা খানম পিপিএম জানান, গ্রেফতারকৃতদের নামে সন্ত্রাস বিরোধী আইনে সদর, গাংনী ও মুজিবনগর থানায় মামলা রয়েছে।

গ্রেফতারকৃতদের আজ আদালতে নেওয়া হবে।

দামুড়হুদায় একই পরিবারের দুইজন আওয়ামী লীগ নেতা গ্রেফতার

দামুড়হুদায় ডেভিল হান্ট অভিযানে একই পরিবারের দুইজন আওয়ামীলীগ কর্মীকে গ্রেফতার করেছে দামুড়হুদা মডেল থানার পুলিশ।

শনিবার বেলা সাড়ে ১২টার দিকে বিষ্ণুপুর বাজার থেকে তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারকৃতরা হলো দামুড়হুদা উপজেলার বিষ্ণুপুর গ্রামের মাস্টার পাড়ার মৃত মাদার বক্স মিয়া’র ছেলে মোঃ মহিদুল ইসলাম (৫৩) এবং মোঃ মতিয়ার রহমান (৫৮)। ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেন দামুড়হুদা মডেল থানার ওসি হুমায়ূন কবির।

পুলিশ সুত্রে জানা গেছে, আজ দিনভর দামুড়হুদা থানা এলাকায় বর্তমান চলমান অপারেশন ডেভিল হান্ট অভিযান পরিচালনা করা হয়। এই অভিযানে দামুড়হুদা উপজেলার বিষ্ণুপুর গ্রামের একই পরিবারের মৃত মাদার বক্স মিয়া’র ছেলে আওয়ামী লীগের নেতা কর্মী মোঃ মহিদুল ইসলাম এবং মোঃ মতিয়ার রহমান কে দামুড়হুদা মডেল থানার পুলিশ গ্রেফতার করে। তাদের বিরুদ্ধে দামুড়হুদা মডেল থানায় মামলা দায়ের হয়েছে।

এবিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হুমায়ুন কবির বলেন, ডেভিল হান্ট অভিযানে দুইজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদেরকে গতকালই বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে অপারেশন ডেভিল হান্ট, আওয়ামী লীগ কর্মী গ্রেফতার

মেহেরপুরে যৌথবাহিনী পরিচালিত অপারেশন “ডেভিল হান্টে” বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সন্ত্রাস বিরোধী আইনে দায়ের মামলায় আওয়ামী লীগের স্থানীয় নেতা তানসেন আলীকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

তানসেন আলী মেহেরপুর শহরের ১ নং ওয়ার্ড নতুনপাড়ার মৃত সিরাজুল ইসলামের ছেলে। মেহেরপুরে কর্মরত সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে পরিচালিত যৌথবাহিনীর সদস্যরা গতরাতে তার বাড়িতে অভিযান চালিয়ে তানসেনকে গ্রেফতার করেন। মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ মেসবাহ উদ্দীন এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের উপর হামলার অভিযোগে ছাত্রনেতা হাসনাত জামানের সন্ত্রাস বিরোধী আইনে দায়ের করা জিআর ২৬৩/২৪ নং মামলার এজাহার নামীয় ৯১ নং আসামি।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের শিক্ষার্থী হাসনাত জামান বাদি হয়ে সন্ত্রাস দমন আইনে সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন, তার স্ত্রী মোনালিসা হোসেন, ভাই সরফরাজ হোসেন মৃদুলসহ ১৬৬ জনের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করেন।

এই মামলায় সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেনকে প্রথম দফায় ২ দিন ও পরবর্তিতে দ্বিতীয় দফায় ৫ দিনের রিমান্ডে রয়েছে।

মেহেরপুরে আওয়ামী লীগের ছয় আসামিসহ ৭ জন গ্রেফতার

বিএনপির নেতাকর্মীদের বাড়ি ঘরে হামলা ও অগ্নিসংযোগের অভিযোগে দায়ের করা মামলার পলাতক ছয় আসামিকে ও অপর একটি মামলায় আদালতের পরোয়ানাভূক্ত এক আসামিকে গ্রেফতার করেছে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশে।

শনিবার (২৫ জানুয়ারি) ভোররাতে পুলিশের একটি বিরাট টিম পিরোজপুর গ্রাম ঘেরাও করে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করেন।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সেখ মেসবাহ উদ্দিন এই তথ্য নিশ্চিত করেন। গ্রেফতারকৃতরা হলেন, পিরোজপুর গ্রামের শিশুপাড়া এলাকার আব্দুল আওয়ালের ছেলে সিআর – ৮৮৬/২৪ মামলার পলাতক আসামি মোঃ মিকাইল (৩০), একই এলাকার একই মামলার অপর আসামি যথাক্রমে খোকন সর্দারের ছেলে মোঃ মেহেদী (২২), আনসার আলীর ছেলে আকিজুল ইসলাম (২২), মৃতু উকিল হোসেনের ছেলে আজাহার (৪৮), আসকর আলীর ছেলে মতিউর (৪৫), খোকন হোসেনের ছেলে সাইদুল ইসলাম (৩২) ও একই গ্রামের মৃত খোকন আলীর ছেলে সিআর ১১৭৫/২৪ নং মামলার আদালতের পরোয়ানাভূক্ত পলাতক মোহাম্মদ ইয়াছিন (৪৫)।

মেহেরপুর সদর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শেখ মেসবাহ উদ্দিনের নের্তৃত্বে সদর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) এসআই প্রহলাদ রায়, এসআই মোঃ নাহিরুল ইসলাম, এসআই উজ্জল হোসেন, এসআই জহুরুল ইসলাম, এসআই বি এম রানা, এসআই স্বপন মন্ডল, এএসআই মোঃ মাহবুব আলম, এএসআই মোঃ মিরাজুল ইসলাম, এএসআই মোঃ শফিকুল ইসলাম, এএসআই মোঃ আশরাফুল আলম, এএসআই/মোঃ গোলাম হোসেন, এএসআই (নিঃ) মনিরুজ্জামানসহ, সংগীয় ফোর্স গ্রেফতার অভিযানে অংশ নেন।

ওসি সেখ মেসবাহ উদ্দিন জানান, আজ শনিবার (২৫ জানুয়ারি) বিকালে গ্রেফতারকৃতদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

জানা গেছে, বিগত আগস্টের ৭ তারিখে আসামিরা পিরোজপুর গ্রামের বিএনপির ৩০ টি ঘর বাড়িতে হামলা ও অগ্নিসংযোগ করে। এঘটনায় স্থানীয় বিএনপি নেতা দয়াল হোসেন বাদি হয়ে আওয়ামী লীগ নেতা আব্দুস সালামকে প্রধান আসামি করে ২৫ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন। মামলার পর থেকেই এসব আসামিরা পলাতক ছিলেন।

স্থানীয়রা জানান, সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হেসেনের ভগ্নিপতি জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাস তার শ্যালক মন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের ক্ষমতায় ওই এলাকার বিএনপি জামায়াতের শত শত নেতাকর্মী বাড়ি ছাড়া করেছিলেন। বিভিন্ন সময়ে মিথ্যা মামলা দিয়ে জেল জরিমানাসহ সারাবছর বাড়ি ঘরে হামলা, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ চালাতেন। পাঁচ আগস্ট প্রেক্ষপট পরিবর্তনের পরপরই বাবলু বিশ্বাস ও তার কাছের ক্যাডারা এলাকা ছাড়া হয়ে যান। পরে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ইপর হামলা মামলায় গ্রেফতার হন বাবলু বিশ্বাস, তার তার স্ত্রী জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য শামীম আরা হিরা, শ্যালক সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন গ্রেফতার হন। শামীম আরা হিরা জামিনে মুক্ত হলেও বর্তমানে বাবলু বিশ্বাস ও মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এখনো জেলে রয়েছেন।

আলমডাঙ্গায় আওয়ামীলীগের ৬ নেতাকর্মী গ্রেফতার

আলমডাঙ্গা উপজেলার খাদেমপুর ইউনিয়ন বিএনপির পদযাত্রায় হামলার মামলায় ইউনিয়ন আওয়ামীলীগ ও অঙ্গসংগঠনের ৬ নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

গতকাল বৃহস্পতিবার (২৮ নভেম্বর) সকাল থেকে আজ শুক্রবার (২৯ নভেম্বর) ভোর পর্যন্ত উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেপ্তাররা হলেন-কুমারি ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক (৫৫), জামজামি ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক রইচ উদ্দীন মোল্লা (৬০), বেলগাছি ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক (৪০), বেলগাছি ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার হোসেন (৪২), বাড়াদি ইউনিয়ন যুবলীগের যুগ্ন-সাধারণ সম্পাদক জিয়াউল হক (৪২) ও চিৎলা ইউনিয়নের ২ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক আলমঙ্গীর হোসেন (৪০)।

আলমডাঙ্গা থানার ওসি মাসুদুর রহমান বলেন, ২০২৩ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি বিএনপির কেন্দ্রীয় ঘোষিত ইউনিয়ন বিএনপির পদযাত্রার কর্মসুচি থাকায় মহাসিন আলীসহ ৩০/৪০ জন বিএনপি নেতাকর্মীদের পদযাত্রায় অংশ গ্রহণের জন্য যাচ্ছিলেন। ওই দিন তারা খাদিমপুর ইউনিয়নের পাঁচকমলাপুর গ্রামের হায়দার মোড়ে পৌঁছালে আওয়ামীলীগের উশৃংখল নেতা-কর্মীরা দেশীয় অস্ত্র নিয়ে পরিকল্পিতভাবে বিএনপি নেতাকর্মীদের উপর হামলা, মারপিট ও ককটেল বিস্ফোরণ ঘটায়। এছাড়া ৫ টি মোটরসাইকেল কেড়ে নেওয়া হয়।

ওসি আরও জানান, ওই ঘটনায় উপজেলার লক্ষীপুর গ্রামের আবুল হোসেনের ছেলে মহাসীন আলী বাদী হয়ে ৯ নভেম্বর রাতে ৪২ জনের নাম উল্লেখসহ আরও ৫০/৬০ জন অজ্ঞাত ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন। ওই মামলায় তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়।